ভারতের বিরোধিতা না করি কি করে -২

কুদ্দুস খান

আবারও ভিন্নমতের অফিসে রোববারের আড্ডা বসেছিল। এবারের আড্ডায় আমেরিকার মুসলিম বিরোধী শক্তির সহিত আতাতের কথা নিয়ে টেবিল চাপরা চাপরি হয়েছে। আমি বললাম, "আমেরিকা পন্থী হতে ভালই লাগে। আমিরিকার খাচ্ছি, আমেরিকায় থাকছি, শুধু থাকা কেন? স্বগর্বে ভাল ভাবেই থাকছি। বাংলাদেশে বিশেষ সুবিধা করতে পারিনি বলেই এখানে আসা। আরে বাবা, কৃতজ্ঞতা বোধ বলতে তো একটি কথা আছে!" ডাক্তার রাহেলা খাতুন আমার কথায় উত্তেজত হয়ে গেলেন। তিনি চিৎকার করে বলেন, " কৃতজ্ঞতার কথা বলছেন? করপোরেট আমেরিকা আমাদের রক্তটা শুষে খাচ্ছে। ১২ ঘন্টা কাজ করতে হয় মশাই, অফিসে কাজ বাসায় নিয়ে আসতে হয়।" আমি খানিকট নার্ভস হয়ে, নিচু কণ্ঠে মিন মিন করে বললাম, " বার ঘন্টা কাজ করেও তো বাংলাদেশে সংসার চালানো ভাড়। আর এখানেতো লেক্সাস চালাচ্ছ, ভাল বাড়ি কিনেছে! এ কথা অস্বিকার করতে পার?" এখানে বলে রাখা ভাল, রাহেলা ঢাকার মেয়ে। ঢাকা থেকে ডক্তারী পাশ করে এসে এখানে রেসিডেন্সী করেছে। রাহেলার নামটি সেকেলে হলেও চলা ফেরায় বেশ আধুনিকা। তিনি সুন্দরী বটে। সুন্দরী বিধায় তার সাথে তর্ক করে আনন্দ হয় মেলা।

পরে অবশ্য রাহেলার গোলমাল করার কারটি বুঝতে পেরেছিলাম। তিনি মনে করেন ভারতের সহিত আমেরিকা অতিরিক্ত মাখামাখিতে এটাই প্রমান করে যে,আমেরিকা সকল মুসলি বিরোধী শক্তির সহিত একত্রিত হয়ে মুসলিমদের ঘেরাও দিয়ে ধংস করতে চায়। আমি বললাম, " গায়ের জরে বললে তো হবে না। যুক্তিদিয়ে বলতে হবে। ভারতের ৭১% নাগরিক আমেরিকার প্রতি সহানুভুতিশীল। ভারতের সহিত আমেরিকার বিশেষ ধরনের সম্পর্খ গরে উঠছে'।" আমার কথা শেষ না হতেই রাহেলা চিৎকার করে বলে উঠলেন, "সম্পাদক, সস্তা দালালী না করে একটু বিস্তারিত বলুন। আমি যতদুর জানি আমেরিকার বিশেষ সম্পর্খ রয়েছে সৌদি আরবের সহিত, সৌদি আরব থেকেই ৯/১১ এর সৃষ্টি, আবার ওসামা বিন লাদেনের সৃষ্টিও সৌদি আরব থেকেই। আমি আবারও নিচু কণ্ঠে বললাম, " সৌদি প্রশাসনের সহিত আমারিকার খুবই ভাল সম্পর্খ, কিন্তু সৌদি জনগণের সহিত নয়। বিশ্ব বিখ্যাত কলামিষ্ট ফরিদ জাকারিয়া খুবই সুন্দর ভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রয়োজনে নিউজ উইক পড়ে নিতে পার। জনাব জাকারিয়া মনে করেন আমেরিকার সহিত সৌদি বাদশার সহিত সম্পর্খ দীর্ঘ দিনের। আর এই সম্পর্খ গড়ে উঠেছেসৌদি বাদশা ও তার প্রশাসনের শ'দুয়েক লোকের সহিত । কিন্তু সাধারণ মানুস, সৌদি বুদ্ধিজীবি (যদি কিছু থেকে থাকে) ও এলিট শ্রেনীর সবটাই আমেরিকা বিরোধী। কারণ আমেরিকার সহিত সৌদি আরবের সম্পর্খ থাকা বা না থাকায় সৌদি নাগরিকদের কিছু আসে যায় না। অপরপক্ষে ইসরাইলের ও বৃটেনের সরকার, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবি, ইঞ্জিনিয়ার ও শিল্পপতি সহ সাধারণ নাগরিক নিয়েই যৌথ ভাবে আমেরিকার সহিত সম্পর্খ গড়ে উঠেছে।"

আমার কথাটি শুনে ডাক্তার রাহেলাকে একটু চিন্তিতই হলেন বলে মনে হল। তিনি ভরা গলায় বলে উঠলেন "তা কি করে হয়?" আমি বললাম, " ইসরাইলের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি অনেকটাই আমেরিকা নির্ভর। ইসরাইল তার সৃষ্টির শুরু থেকাই একটি বুদ্ধিজীবি ও বুদ্ধিজীবি কাম ব্যবসায়ী গড়ে তুলেছে। এই বুদ্ধিজীবী-ব্যবসায়ীরা আমেরিকায় লেখা-পড়া শেষ করে ইসরাইল ফিরে যেয়ে শিল্প কারখানা গড়ে তুলেছে। আবার সেই শিল্পের পন্য আমেরিকাতে বাজারজাত করছে। এই ব্যবসাকে কেন্দ্র করে একটি নতুন শ্রেনী গড়ে উঠেছে। এই নতুন শেনী ইসরাইল ও আমেরিকা দুটোকেই নিজের দেশ মনে

করে থাকে। আমার কাছে সঠিক পরিসংখন নেই, তবে ধারণা করা হচ্ছে, ইসরাইলের মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশই এই নতুন শ্রেনীর থেকে উদ্ভব হয়েছে। এছাড়াও ইসরাইলে পশ্চিমা ষ্টাইলের গণতন্ত্র ও খোলা সমাজ ব্যবস্থা থাকার কারণে আমেরিকার নাগরিকগন ইসরাইলে বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করে থাকে। সাধারণ নাগরিকদের অপরদেশে সাচ্ছন্ধবোধ করার বিষয়টি দুদেশের সম্পর্খ গড়ে উঠাতে এক গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করে থাকে।" কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে আমি একটু ক্লান্তই বোধ করেছিলাম। আমার কথার প্রতি উত্তরে ডঃ বললেন, " আমেরিকার ব্যবসায়ীরা স্বার্থপর, তারা ঐ নিতী-ফিতির ধার ধারেনা।" আমি বললাম, অনেক খেত্রেই নীতির চেয়ে অর্থনৈতিক স্বার্থ ও জীবনের নীরাপত্তার বিষয়টি ব্যবসায়ীরা বড় করে দেখে। কোন মুসলিম দেশ ভ্রমনই করা আমেরিকান ব্যবসায়ীদের জন্য নিরাপদ নহে। আর ব্যবসায়ীদের ব্যবসার খাতিরে যে দেশে ব্যবসা করে সেদেশে বার বার ভ্রমন করতেই হয়। সেখেত্রে গণতান্ত্রিক দেশ ভ্রমন করা অনেক সহজতর। সাধারণত গণতান্ত্রিক দেশের আইন কানুন সহজতর হয়ে থাকে।"

"ভারত তো বরাবই আমেরিকা বিরোধী।" ডঃ রাহেলা বেশ জোরের সাথেই বলেন। আমি বললাম " এখন আমেরিকার বাইরে ভারতই সবচেয়ে বেশী বেশী প্রো-আমেরিকান। ভারতে আমেরিকার জনপ্রিয়তা এখন সবচেয়ে বেশী। ভারতের সাধারণ জনগণ মনে করে যত বেশী আমেরিকান ভারতে মুখি হবে, ভারতে তত বেশী চাকুরী সৃষ্টি হবে। ইদানিং বহু আমেরিকান ভারতে মুভ করছে। একই ভাবে হাজার হাজার ভারতীয় আমেরিকায় স্থায়ী ভাবে হাইটেক ব্যবসা শুরু করেছে। কোন বাধা ছাড়াই আমেরিকারা ভারতে যাচ্ছে, ভারত ভ্রমনের পুর্বে নিরাপত্তার প্রশ্ন আমেরিকানদের ভাবিয়ে তোলে না। শুধু মাত্র ভারতীয় সরকার নহে, ভারতীয় জনগণের সহিতও আমেরিকানদের সামাজিক সম্পর্খ গড়ে উঠছে। ইসরাইলের জন্মের প্র পর এভাবেই আমেরিকার সহিত সম্পৃখ গড়ে উঠেছিল। মুসলিমরা এটা পছন্দ করুক আর নাই করুক, ভারত ও আমেরিকা একটি সামাজিক সম্পর্খ গড়ে তুলে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করছে। রাষ্ট্রীয় সম্পর্খ নয়, এই সামাজক সম্পর্খই ভারত- আমেরিকার বন্ধুত্ব দৃঢ়তর করবে। নতুন অর্থনীতি তথা নতুন বিশ্ব গড়তে সাহায্য করবে।

ইতি পুর্বে দুটি দেশের সহিত আমেরিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্খ গড়ে উঠেছে। সামাজিক সম্পর্খের কারণেই বিভিন্ন রাষ্ট্রী ও আন্তর্জাতিক ক্রাইসিসের সময়ে দেশ দুটি (ইসরাইল ও ইংল্যান্ড)আমেরিকাকে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছে। এখন ভারতে আমেরিকার জনপ্রিয়তা দেখে আমেরিকার বিশেষজ্ঞগন মনে করছে যে, ভারতীয় সামাজিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক ঐতিয্য ভারত আমেরিকার সম্পর্খ শুধু রাষ্ট্রীয় নয় সামাজিক ভাবেও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। আমি ইউ সি এল এর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভেসর আলেক্স ডানিয়েলকে এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্টের সামাজিক সম্পর্খের গুরুত্বের দিক নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলা। তিনি খুব সহজ ভাষায় আমাকে বলেছেন যে, " রাষ্ট্রীয় সম্পর্খের খেত্রে রাষ্ট্র চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্খ গড়ে তোলে। কখনও যদি রাষ্ট্রের স্বার্থ পরিবর্তিত হয়, তখন চুক্তিতে আবদ্ধ দুই রাষ্ট্রের সম্পর্খের অবনতি হতে পারে। সামাজিক সম্পর্খের খেত্রে এক রাষ্ট্রের হাজার হাজার নাগরিকের সহিত অন্য রাষ্ট্রের হাজার হাজার নাগরিকের অর্থনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্খ গড়ে উঠে। যেহেতু রাষ্ট্রের হাজার হাজার নাগরিকের সহিত সম্পর্খ, যেহেতু দুই রাষ্ট্রের নাগরিকগন জরিত, যেহেতু রাষ্ট্র দুটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সে হেতু রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পর্খ অবনতি ঘটানো মুলত অসম্ভব।

এবার ডঃ রাহেলাকে রাগান্বিতই মনে হল। উত্তেজির হলে ডঃ রাহেলার চেহারাটি আরও প্রস্ফুটিত হয়, তাতে আমার ভাল লাগে। মনে মনে খুশী হয়ে ভাবি, তার রাগান্বিত প্রতিচ্ছবি আমার একস্ট্রা পাওনা। যা'হোক, উত্তেজিত হয়েই রাহেলা বললেন, " আমার ধারণা ছিল ভিন্নমত সম্পাদক আমারিকার

এজেন্ট, এখন দেখছি ভারত বলতেও অজ্ঞান। সম্পাদক বুঝতে পারছেন না যে , বড় দেশ ভারত, বাংলাদেশকে ঘেরাও করে বসে আছে। আমাদের চেচা মেচি করা ছাড়া উপায় ই বা কি আছে?”

রোববারের আড্ডার পর, দিন তিনেক রাহেলার সহিত আমার আর কথা হয়নি। বাসায় খাওয়ার নিমন্ত্রনও তিনি ক্যান্সেল করেছেন। এ নিয়ে আন্যান্যরা আমাকে চৌদ্দ কথা শুনিয়েছে। বেরে উঠেছি ভারত বিরোধী সংস্কৃতিতে। ভারতের স্বপক্ষে কথা বললে ভুগান্তি হয়, একথা বুঝতে এখন আর বাকি থাকলো কই?